দৈনিক সংবাদ

MAR 13 2002

মাঠ পর্যায়ের আগে কেন্দ্রীয় সম্মেলন

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ

মাশতাক আহমেদ ॥ ছাত্রলীগের মাঠপর্যায়ে সম্মেলন না করে আগামী ৩রা এপ্রিল ন্দ্রীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আগে থানা, জেলাসহ ইউনিট পর্যায়ে কমিটি গঠনের গঠনতান্ত্রিক াধ্যবাধকতা থাকলেও আগে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। ছাত্রলীগের অধিকাংশ া-কর্মী গঠনতন্ত্রবিরোধী এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

ানিবার ছাত্রলীগের ওকে কমিশনের (সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত) ান ওবায়দুল কাদের, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং সাবেক ছাত্র াদের সঙ্গে আলাপকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর, জগন্নাথ কলেজ শাখাসহ ভন্ন ইউনিটের সম্মেলন কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পরে করার কথা উল্লেখ করেন। এর ণ হিসেবে তিনি ছাত্রলীগের প্রতি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন আচরণের কথা উল্লেখ নন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ইউনিটগুলোর টি গঠনের পক্ষে মত দেন। পরে এই সংবাদ ছাত্রলীগের ইউনিট পর্যায়ের নেতা-দের মধ্যে পৌছে গেলে তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সোমবার ঢাকা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই বিষয়টিই ছিল আলোচ্য য়। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, একটি স্বেচ্ছাচারিতা। কারণ কেন্দ্রীয় কমিটি আগে হলে একদিকে যেমন ছাত্রলীগের তহ্য ভেঙে যাবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর কমিটির বেশ কিছু নেতা-কর্মী ন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়বেন। তারা বলেন, চূড়ান্তভাবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলে মরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদে যাব। কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতা বলেন, এই সিদ্ধান্তটি হবে না। এ ব্যাপারে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে চেষ্টা রও কথা বলা যায়নি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, পারটি আলোচনা হচ্ছে তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠেয় সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের মধ্যে নানা মনাকল্পনা এবং জোর লবিং শুরু হয়েছে। কে হচ্ছেন ছাত্রলীগের পরবর্তী নেতা এটিই ান নেতা-কর্মীদের মুখের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের ১০ জন তা-কর্মী গ্রেফতারের পর নেতাকর্মীদের মধ্যে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অনেকে ফতার আতঙ্কে ভুগছেন। তবে সম্মেলন পেছানোর সম্ভাবনা নেই। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় মিটির কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য প্রত্যেক জেলা থেকে ২৫ জন কাউন্সিলরের তালিকা গঠনের দপ্তর সম্পাদকের কাছে আগামী ২০শে মার্চের মধ্যে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া য়ছে।

বিরোধীদলে থাকা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য ওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ কমিটির সন্ধান করছেন। ই এখনও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না পরবর্তী নেতা কে হচ্ছেন? তবে ছাত্রলীগের য়েকজন সাবেক নেতার কাছ থেকে জানা গেছে, এবারের কমিটি কোটাভিত্তিক (জেলা ত্তিক) না করে যোগ্য, ত্যাগী ও মেধাবী ছাত্রদের দিয়ে পঠন করা হবে। তারা বলেন, চুন মুখও কমিটিতে স্থান পেতে পারে।

তারা আরো বলেন, এবারের কমিটিতে সুবিধাভোগীদের বাদ দেয়া হবে। ছাত্রলীগের ন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী নেতা হিসেবে স্পষ্ট করে কিছু না বলা গেলেও নেতা-কর্মীদের খে যে নামগুলো শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন লিয়াকত শিকদার গ্রেফতারকৃত), আশরাফুল আজিম রুবেল, নজরুল ইসলাম বাবু (গ্রেফতারকৃত), ফকুল ইসলাম (গ্রেফতারকৃত), আনিসুর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, শাহ াস্তফা আলমগীর, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম, মিহির কান্তি াষাল, জাকির হোসেন মারুফ, বিপ্লব সরকার, মেহেদী জামিল, এ কে এম আজিম, রাজ হোসেন প্রমুখ।

সভাপতি হিসেবে বর্তমান কমিটির সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, আবদুল মতিন, মিনুল ইসলামের নামও শোনা যাচ্ছে। তারা রাজনীতিতে সক্রিয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খায় উল্লেখযোগ্য নামের তালিকায় রয়েছেন, বেগ শাহীন জাহান, দেলোয়ার হোসেন, লমগীর হাসান, জয়নুল আবেদীন জয়, চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন মু, পংকজ সাহা, আহসান কবীর টুটুল, ইলিয়াস উদ্দিন খান, রিপন, শিপু, জামাল দ্দিন প্রমুখ। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির দিহির কান্তি াষাল, মৃধা শাহজাহান ইসলাম কচি, আবদুল হালিম এবং বিপ্লব সরকারের নামও ানা যাচ্ছে।

জগন্নাথ কলেজ শাখায় সভাপতি হিসেবে কারারুদ্ধ এম. এ মমিন পাটোয়ারীর নাম ানা যাচ্ছে।

তবে এই নামগুলোর মধ্যে অনেকের ছাত্রত্ব নেই এবং অনেকের বয়স ২৭ বছরের পরে। (ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে নিয়মিত অনূর্ধ্ব ২৭ বছর বয়সী ছাত্রদের দিয়ে কমিটি ঠনের বিধান রয়েছে)। ছাত্রলীগের কমিটির ব্যাপারে সংগঠনের সভাপতি বাহাউদ্দিন বপারী বলেন, আপার (শেখ হাসিনা) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। তবে আমরা চাই সুন্দর ও চ্ছ কমিটি।

উল্লেখ্য, বর্তমান কমিটি ১৯৯৮ সালের ২২শে অক্টোবর এক বছরের জন্য গঠিত য়েছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে এই কমিটি ১০১ সদস্যের পরিবর্তে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত করছে। এর মধ্যে ক্রীড়া সম্পাদক থ্য ও গবেষণা সম্পাদকের পদটি এখন পর্যন্ত শূন্যই আছে।